আরোগ্য কথা

Vol -III, Issue -4, AAROGYA KATHA, D.L. No. 107, Dated - 26/05/2014

প্রেস কর্ণার

কেয়ার কন্টিনামের প্রয়াস

‘বালাই ৬০’

১ অক্টোবর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মনোনয়ন অনুযায়ী ওয়ার্ল্ড এল্ডার্স ডে রূপে পালন করা হয়ে থাকে। বিশেষ এই দিনটি উপলক্ষে কেয়ার কন্টিনাম কলা কুঞ্জে আয়োজন করেছিল ‘বালাই ষাট’ নামক অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানটিতে ৭ জন ষাটোর্দ্ধ চিরযুবক ব্যক্তিত্ব ছিলেন মিরের সঙ্গে আড্ডা সেশনে। এঁরা হলেন শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রী বুদ্ধদেব গুহ, শ্রী চন্ডী লাহিড়ী, শ্রী পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী জগন্নাথ বোস, শ্রীমতি উর্মিমালা বোস এবং শ্রীমতি হৈমন্তী শুক্লা।

দু’ বছরেরও বেশি সময় ধরে কেয়ার কন্টিনাম প্রাইভেট লিমিটেড বাড়িতেই চিকিৎসা পরিষেবা সরবরাহ করে চলেছে। ফিজিওথেরাপি এবং পোস্ট হসপিটালাইজেশন কেয়ার থেকে শুরু করে ক্রিটিকাল কেয়ার, স্ট্রোক কেয়ার, ডিমেনশিয়া কেয়ার এবং প্যালিয়েটিভ কেয়ার বাড়িতে সরবরাহ করে থাকে। আলোচ্য সংস্থাটির প্রধান তিন প্রাণপুরুষ ভাবতে শুরু করেন যে, তাঁদের চিকিৎসাগত পটভূমি, (চিকিৎসক এবং প্রশাসকরূপে) তাঁদের আলোচ্য পরিষেবাগুলি সরবরাহের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রণোদনা যোগাবে। এরপর এই তিনজন তিনটি বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েন। অনিদ্র নিশিযাপন করে টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে তাঁদের উদ্দেশ্যপূরণের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। এরই ফলশ্রুতি হল ‘সেবার নবধারা এবং জীবনের মানোন্নয়ন’-এর মূলমন্ত্রধারী কন্টিনাম সংস্থার প্রস্তাবনা। হোম হেলথকেয়ারের ক্ষেত্রে কাঠামোগত অভিগমনের মাধ্যমে সিনিয়র নার্স, চিকিৎসকবর্গ এবং পরিবারের সদস্য এবং প্রাথমিক চিকিৎসকদের ক্রমাগত মৈত্রী ছাড়াও মূল্যায়ন, নথিপত্র, প্রশিক্ষণ এবং চিকিৎসাগত দক্ষতা এ সংস্থার মূলবৈশিষ্ট্য। এছাড়াও সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সদস্যভিত্তিক এল্ডার কেয়ার প্রোগ্রামের সূচনা করে। এক্ষেত্রে চিকিৎসক এবং নার্সদের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত পরিদর্শন ছাড়াও নিয়মিত দিনযাপনের ক্ষেত্রে সহায়তা দান, একাকিত্ব কাটানোর ক্ষেত্রে সঙ্গপ্রদান, হতাশা কাটিয়ে নতুনভাবে বেঁচে ওঠার পথে উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। এই প্রোগ্রামটি দুটি ভাবে চালনা করা হয়। অপেক্ষাকৃত কর্মক্ষম সদস্যদের জন্য ক্লাব ভিনটেজ এবং যাঁদের উচ্চ পর্যায়ের চিকিৎসাগত সাহায্যের প্রয়োজন তাঁদের জন্য রয়েছে অ্যাকটিভ অ্যাসিস্ট পর্যায়। অর্থমূল্য মাসের হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে রিফান্ডেবল ডিপোজিট-এর ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিকভাবে মূল্য মিটিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক।

অনুষ্ঠানের পর বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আড্ডা ও বিনোদন মিরের সঞ্চালনা উপস্থিত সকলের মন ছুঁয়ে যায়। বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীমতি হৈমন্তী শুক্লার গান, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি, বসু দম্পতির আবৃত্তি, শ্রী পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাস্যকৌতুক এবং শ্রী বুদ্ধদেব গুহের অতুলনীয় বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। শ্রী চন্ডী লাহিড়ী মঞ্চে কিছু কার্টুন আঁকেন এবং চিত্র বর্ণনের ক্ষেত্রে দর্শকদের মধ্যে হাসির রোল ওঠে। সামগ্রিকভাবে মিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি একটি বর্ণোজ্জ্বল অনুষ্ঠানরূপে দর্শক মনে স্থান করে নেয়।

অনুলিখন : সোমালী দত্ত